দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 08 FEB 1997
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

শিক্ষাঙ্গন

কৃষি শিক্ষার প্রতি অবহেলা কেন ?

বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। এ দেশের শতকরা ৮০ জন লোক তাদের জীবন-জীবিকার জন্য এখনো কৃষির উপর নির্ভরশীল দেশে কৃষি শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করে বিগত বিএনপি সরকার কৃষি শিক্ষাকে মাধ্যমিক পর্যায়ে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে এক নবদিগন্তের সূচনা করেছেন। এতে একদিকে ছাত্র-ছাত্রীদের কৃষি শিক্ষার প্রতি যেমন উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছিল তেমনি ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানের একটা উজ্জ্বল সম্ভাবনার ক্ষেত্র উন্মোচিত হয়েছিল। দেশে কৃষি শিক্ষার দ্রুত প্রসারের লক্ষ্যে যোগ্য শিক্ষক তৈরী করার জন্য কয়েক হাজার ছাত্র-ছাত্রী এক কঠিন শর্তের বিনিময়ে অনেক অর্থ ব্যয় করে তিন বছর মেয়াদী কৃষি ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হয়েছিল। কিন্তু ১৩ নভেম্বর ৯৬ তারিখে শিক্ষামন্ত্রণালয় কর্তৃক আকস্মিকভাবে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ এমন একটি বিষয় কৃষি শিক্ষাকে আবশ্যিক বিষয়ের পরিবর্তে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে ঘোষণা করার প্রজ্ঞাপন জারি করে শিক্ষার্থীদের অত্যন্ত মর্মাহত ও হতাশা করেছে। শিক্ষাক্রমের দুই সেমিস্টার সমাপনের পর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োগ লাভের আশ্বাস বাণী এখন অনেকটা ক্ষীণ হয়ে পড়েছে।

অন্যদিকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীরাও মাঝপথে পাঠ্যক্রম পরিবর্তনের সিদ্ধান্তে দিশেহারা হয়ে পড়েছে। বর্তমান সরকারও যেখানে কৃষি উন্নয়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছেন সেখানে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক কৃষি শিক্ষাকে সংকোচিত করার প্রজ্ঞাপন জারি করে কেবল সরকারের স্ব-বিরোধী আচরণই প্রমাণ করে নাই এবং দেশের মাটি ও মানুষের সাথেও সম্পর্ক ছিন্ন করার শামিল। শিক্ষার্থী তথা দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে কৃষি শিক্ষাকে পূর্বের ন্যায় আবশ্যিক বিষয় হিসেবে বহাল রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট জোর দাবী জানাচ্ছি।

—লুৎফুন নাহার বেগম
মাইজবাড়ীয়া, কালীদহ, ফেনী।

সিলেট সরকারী আলীয়া মাদ্রাসা প্রসঙ্গ ঃ

এশিয়া মহাদেশের মধ্যে একটি প্রাচীন ও বিখ্যাত দ্বীনি প্রতিষ্ঠান হলো সিলেট সরকারী আলীয়া মাদ্রাসা। যুগ যুগ ধরে এই মাদ্রাসা দ্বীনের খেদমতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্য হলেও সত্যি যে, এর প্রতি অনেক অবহেলা করা হচ্ছে। এই প্রতিষ্ঠানের অনেক জরুরী প্রয়োজন আজও মিটানো হয়নি। এর মধ্যে প্রধান সমস্যা হলো, পানির সমস্যা ও শৌচাগার সমস্যা। এর পশ্চিম দিকে রয়েছে বিশাল মাঠ সিলেটে কোন বড় অনুষ্ঠান, ধর্মীয় সভা, এমনকি সরকার প্রধানকেও সিলেট আগমন করলে এই মদ্রাসা মাঠেই সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। বছরে বেশ কয়েকটি ধর্মীয় সভার জন্য এই মাঠকেই বেছে নেয়া হয়। কিন্তু এই মাঠে আগত হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ মানুষ তাদের ওযু করার জন্য পানি পায় না, তাদের জরুরীয়াত সারার জন্য নেই প্রস্রাবখানা, পায়খানা। এত বড় দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এসবের অভাব বড়ই দুঃখজনক। তাই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে আকুল আবেদন, সিলেট সরকারী আলীয়া মাদ্রাসায় বিশেষভাবে পানির ব্যবস্থা ও প্রস্রাবখানা তৈরী করা হউক।

নেছার আহমদ চৌধুরী (মারুফ)